ختم نبوّت

খতমে নবুওয়াত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

খতমে নবুওয়াত ২

مسك الختام في ختم النبوة على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم

ختم نبوّت

খতমে নবুওয়াত

রচনা

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিস কান্ধলভি রহ.

সাবেক শাইখুত তাফসির, দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত।

অনুবাদ

মাওলানা সাদ আবদুল্লাহ মামুন

শিক্ষক, জামিয়া ইমদাদিয়া দারুল উলুম
মুসলিম বাজার, মিরপুর ১২ ঢাকা

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

প্রিয় নবীজির সমীপে

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

এক নাদান উম্মতি

–সাদ আবদুল্লাহ মামুন

শোকরনামা

বিশ্বজুড়ে কাদিয়ানিদের বিস্তার নতুন করে বলার কি! সম্প্রতি ওদের অপতৎপরতার চিত্র আরও ভয়ানক। সাধারণ মানুষকে দীনের নামে গোমরাহ করেই চলছে। যে কারণে শুরু থেকেই ওরা দুশমনদের সীমাহীন মদদ ও আশকারা পেয়ে আসছে।

বাতিলের মোকাবেলায় আহলে হক কখনো বসে থাকেনি। ভ্রান্ত-কাদিয়ানিদের প্রতিরোধেও রয়েছে আমাদের আকাবিরগণের নানামুখি অবদান। তেমনি একটি সুন্দর প্রচেষ্টা—*খতমে নবুয়ত*। শাইখুত তাফসির হযরত মাওলানা ইদরিস কান্ধলভি রহ.-এর অমর রচনা। প্রতারক কাদিয়ানিদের মিথ্যাচারের জবাবে একটি অনন্য কিতাব। যার উপস্থাপন বিন্যাসও আনকোরা।

আমাদের উসতাযে মুহতারাম, দারুল উলুম ওয়াকফ দেওবন্দের সাবেক মুহাদ্দিস, হযরত মাওলানা জাফর আহমাদ কাসেমী দা. বা.-এর কথা সবিশেষ মনে পড়ে। হযরত দরসে কাদিয়ানি বেদাতি শিয়া বেরলভিসহ বাতিল ফেরকাগুলো সম্পর্কে সমৃদ্ধ আলোচনা করতেন। বিশেষ করে কাদিয়ানি ফেতনা প্রতিরোধে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ.-এর প্রচেষ্টার কথা যখন আবেগ-মথিত কণ্ঠে শুরু করতেন; তখন স্থির থাকতে পারা কঠিন ধৈর্যের বিষয়ে পরিগণিত হতো।

খতমে নবুয়ত বিষয়ে হযরত একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। যা অনূদিতগ্রন্থের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে নিঃসন্দেহে।

কিতাবটি প্রকাশ করছে রুচিশীল প্রকাশনী রাহনুমা। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। মহান আল্লাহর দরবারে মিনতি— আমাদের কবুল ও মাকবুল করুন!

সাদ আবদুল্লাহ মামুন

হযরত মাওলানা জাফর আহমাদ কাসেমী দা.বা.

[দারুল উলুম ওয়াকফ দেওবন্দের সাবেক উসতাযুল হাদীস ওয়াত তাফসির; ঢাকা বারিধারার মাদরাসা মুঈনুল ইসলাম এবং কেরানিগঞ্জ রসুলপুর মাদরাসার শাইখুল হাদীস-এর]

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء و خاتم المرسلين سيدنا و نبينا محمد بن عبد الله و على آله و صحابته أجمعين و التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين.

নিঃসন্দেহে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, খতমে নবুয়তের আকীদা ইসলামের এমন একটি বুনিয়াদি আকীদা, যেটিকে বিশ্বাস করা ছাড়া কাউকে না-মুসলমান বলা যেতে পারে; না-ইসলামের গণ্ডিতে তার টিকে থাকার ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ থাকতে পারে। খতমে নবুয়তকে অস্বীকার করা এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের পরে কেউ নবুয়ত ও ওহীর ধারক-বাহক হতে পারে—এমন বিশ্বাসপোষণ করা পরিষ্কার কুফুরি।

খতমে নবুয়তের বিষয়টি কোরআনের পরিষ্কার আয়াত, মুতাওয়াতির-অকাট্যভাবে প্রমাণিত হাদীস ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত। এটিকে অস্বীকারকারী নিঃসন্দেহে কাফের। উম্মতে মুহাম্মদিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম ইজমা-ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে নবুয়তের দাবিদার—ওয়াজিবুল কতল—

আবশ্যকীয় হত্যাযোগ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে নবী আছে, এমন ধারণা পোষণকারী মুরতাদ। ইসলামের গণ্ডি থেকে বহিষ্কৃত।

উম্মতে মুহাম্মদিয়ার মধ্যে নবুয়তের প্রথম দাবিদার আসওয়াদ আনাসি। যে ছিল বড় চতুর ও চক্রান্তবাজ। নাজরান ও ইয়ামানের কিছু গোত্র নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য তার দিকে ঝুঁকে পড়ে। লোকদের ভক্তি-বিশ্বাস দেখে আসওয়াদ আনাসি শেষে নবুয়তের দাবি করে বসে। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসওয়াদ আনাসির বিষয়টা জানতে পেরে ইয়ামানের মুসলমানদের কাছে পত্রমারফত হুকুম পাঠান : যে কোনো কৌশলে হোক, এ ফেতনা সূচনাতেই দাফন করে দাও।

হযরত ইবনুল আসির জাযারি (৬০৬ হি.) রহ. লিখেছেন, ইয়ামানের গভর্নর হযরত মুয়ায বিন জাবাল রাযি. এক বিবাহ মজলিসে ইয়ামানের মুসলমানদের সমবেত করেন। তিনি ধড়িবাজ আসওয়াদ আনাসির ব্যাপারে নবীজির ফরমান তাদের জানিয়ে দেন। মুসলমানগণ এটি শুনে খুশি হন। প্রিয় নবীর হুকুম পালনে তারা কয়েক দিনের মধ্যেই ফেতনাবাজ আসওয়াদ আনাসিকে হত্যা করেন। নবীজিকে এ সুসংবাদ পৌঁছে দেওয়ার জন্য তখনই একজন দূত মদীনাতুর-রাসূলের দিকে রওনা হন। দূত পৌঁছার আগেই আল্লাহ তাআলা নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে সংবাদ জানিয়ে দেন। নবীজি সাহাবায়ে কেরামকে এ খোশ খবর শোনান :

قتل العنسى البارحة، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين، قيل : ومن هو؟ قال : فيروز، فاز فيروز !

গত রাতে আসওয়াদ আনাসিকে হত্যা করা হয়েছে। রাজপরিবারের এক দুঃসাহসী যুবক তাকে হত্যা করেছে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, কে সেই যুবক? নবীজি বললেন, ফিরোজ দাইলামি। সে সফল হয়েছে।[১]

---

১. *আল-কামিল ফিত তারিখ* : ১/৩৬৫

এটি ছিল নবীজির পবিত্র হায়াতের শেষ সময়। ইয়ামানের সুসংবাদবাহী দূত মদীনায় পৌঁছার আগের দিন তিনি ইনতেকাল করেন। ইসলামের ইতিহাসে খতমে নবুয়তের ইজমায়ি-আকীদার প্রকাশ এভাবেই চলে এসেছে। যখনই যেখানে নবুয়তের দাবিদার কোনো প্রতারক দাঁড়িয়েছে, তখনই তাকে দাফন করে দেওয়া হয়েছে। এটিই খতমে নবুয়ত আকীদার কার্যগত প্রমাণ। যার ধারাবাহিকতা ইসলামের প্রতিটি যুগে অব্যাহত ছিল।

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর যুগে মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে সাতশ হাফেযে কোরআন শহীদ হন। যারা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আহলে কোরআন নামে পরিচিত ছিলেন। খতমে নবুয়তের আকীদা হেফাযতের জন্যই সবচেয়ে বেশি সাহাবী শহীদ হয়েছেন। এ বুনিয়াদি-আকীদাকে মজবুত করার জন্য আসহাবে রাসূল নিজেদের রক্তের কোরবানি পেশ করেছেন।

সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র রক্ত দ্বারা খতমে নবুয়তের বাগিচা সিক্ত ও সিঞ্চিত করার মধ্যে আল্লাহ তাআলার হেকমতে বালেগা ও গভীর রহস্য রয়েছে। তিনি খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে আসওয়াদ আনাসি ও মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের ফেতনা নির্মূল করিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মতকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যে লোকই নবুয়তের দাবি করবে, উম্মতে মুসলিমা ও আশেকানে রাসূল তার সঙ্গে কী আচরণ করবে!

ইমামুল আছর আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ. বলেন, শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যে প্রতারকই নবুয়তের দাবি করেছে, প্রত্যেক যুগের মুসলিম শাসকরা তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।

সুবহুল আ'শা (صبح الأعشى) কিতাবে আছে। ওলামায়ে কেরামের ফতোয়ার ভিত্তিতে সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবি রহ. এক কবিকে

মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন—রাসূলের নবুয়তের ব্যাপারে অবিশ্বাস ও মিথ্যাচার রটানোর অপরাধে। তার কবিতাটি ছিল :

وكان مبدأ هذا الدين من رجل ... سعى فأصبح يدعى سيد الأمم

এই দীন-ইসলাম এক ব্যক্তির চেষ্টায় উদ্ভব। সে চেষ্টা করে সফল বনে গেছে। আর তাই লোকেরা তাকে উম্মতের সরদার ও নেতা বলতে শুরু করেছে।[১]

কবি নামের এই ভ্রষ্টের দাবি—নবুয়ত কাসবি। অর্জন করে নেওয়ার মতো জিনিস। সাধনা দ্বারা হাসিল করার মতো বিষয়। অথচ নবুয়ত কখনোই অর্জন করার বিষয় নয়। এটি বরং কেবলই মহান আল্লাহর দান।

দখলদার ইংরেজরা অবিভক্ত ভারতে মুসলামানদের ওপর সীমাহীন জুলুম করেছে। তার পরেও তারা মুসলমানদের অন্তর থেকে ইসলামকে মিটাতে পারেনি। শেষে তারা একটা কমিশন গঠন করে। যারা পুরো ভারতের ওপর জরিপ চালিয়ে বৃটিশ পার্লামেন্টে রিপোর্ট পেশ করে : মুসলমানদের অন্তর থেকে দীনি ও সংগ্রামী চেতনা মিটাতে হলে এমন কাউকে নবী সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে, যে ঘোষণা দেবে—'জিহাদ করা হারাম এবং ইংরেজদের যাবতীয় নির্দেশের আনুগত্য করা ফরয।'

গোলাম আহমদ কাদিয়ানি তখন শিয়ালকোট ডিসি অফিসের সাধারণ এক কর্মচারী। ইংরেজরা তাদের বদমাইশি চাল বাজিমাত করার জন্য গোলাম আহমদকে নবী সাজিয়ে প্রচার করতে থাকে। প্রশ্ন হতে পারে, প্রতারক-বৃটিশদের নির্বাচনি-দৃষ্টি একটা সাধারণ কর্মচারীর ওপর পড়েছে কেন! এ কিচ্ছার দাস্তান বহুত লম্বা।

মিথ্যা নবী বানানোর দ্বারা বৃটিশদের মতলব, ইসলামের বুনিয়াদি বিশ্বাস খতমে নবুয়তের আকীদাকে নড়বড়ে করে দেওয়া। ইসলামের ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেওয়া।

এ সময় অবিভক্ত ভারত ইসলামী শাসনের ছায়া থেকে মাহরুম ছিল। নয়তো মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির পরিণাম আসওয়াদ আনাসি ও

---

১. *সুবহুল আ'শা* : ৫/২৮৮